অনুশোচনা

স্কুলে সুন্দরী একটা বালিকার পদার্পণ। সপ্তম শ্রেণীতে ভর্তি হয়েছে, নাম শ্রুতি। পূর্বে কোথায় পড়েছে জানা নেই। মেয়েটি খুব মেধাবী, খেলাধুলা নাচ গানেও শ্রুতির সাফল্য। এইসব দেখে একজনের খুব হিংসা হচ্ছে, নাম অভীক। অভীক ও শ্রুতি একই ক্লাসের, অভীক ক বিভাগ শ্রুতি খ বিভাগ। শ্রুতি আসার পূর্বে স্কুলে সবার মুখে যার বেশ নাম ছিল, সেই হলো অভীক। কোথা থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসেছে তার স্থানে, একটু তো হিংসা হবেই।

শ্রুতি মেয়েটাকে দেখলে অভীকের অসহ্য লাগে, গায়ে কেমন যেন জ্বালা জ্বালা ভাব আসে। একদমই বিরক্তিকর মেয়েটা। স্কুলে সব প্রতিযোগিতায় শ্রুতি অংশগ্রহণ করে, সেই সাথে অভীকও পাল্লা দেয়। সেও হার মানতে রাজি নয়। কিন্তু কোনো মতেই যেন অভীক পেরে উঠছে না। যে করেই হোক শ্রুতিকে কোনো না কোনো প্রতিযোগিতায় হারাতেই হবে, অভীকের মনে এমন ভাবনা জন্মায়।

জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে স্কুলে বিতর্ক প্রতিযোগিতা চলছে, বিতর্কের বিষয়- শিল্পায়ন কৃষিকে হুমকির মুখে ঠেলে দিলো, বিষয়টির বিপক্ষে অবস্থান করছে শ্রুতি ও তার দল। পক্ষ দলের সদস্য দের বিতর্ক শেষ এখন শ্রুতির দলের পালা । চার দিকে গুনগুন হচ্ছে, শ্রুতি এইসব কি বলছে?
আজকের বিতর্কের বিপক্ষে হয়ে পক্ষের সব কথা বলছে

কেন? বিতর্কের মাঝ পথেই থেমে গেল শ্রুতি।
—একি আমার ডায়রিতে এইসব কি লেখা? বলে শ্রুতি।
সে নিজেও অবাক, রাত জেগে জেগে ডায়রিতে এতো নোট করলো এই সব গেল কই? বুঝতে বাকি রইলো না যে কেউ তার ডায়রিটা কেউ সরিয়ে ফেলছে। শ্রুতি কি বলবে বুঝতে পারছে না, হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে আছে । দূর থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অভীক ও তার বন্ধু হাসছে।

সেদিন শ্রুতিকে খুব অপমানিত হতে হলো, এমন অপমানিত সে কখনও হয়নি । এতটাই অপমানিত হতে হলো যে মেয়ে টা সেদিন খুব কেঁদেছে। জীবনে এই প্রথম এমন হলো তাই আবেগ ধরে রাখতে পারে নি সে।মেয়েদের মন নরম, অল্পতেই কেঁদে ফেলে।

—কিরে অভীক বসে আছিস কেন একা একা? অভীকের বন্ধু প্রতীম বলে।
—আজ তিনদিন হলো স্কুলের কোথাও শ্রুতির কোনো দেখা নেই, মনটা কেমন আনচান আনচান করে। বলে অভীক।
- "ভাই পার্টি দে পার্টি দে তোর পথের কাঁটা বিদায় হলো।"অট্টহাসি দিয়ে প্রতীম বলে।

—"এই তুই যা তো এখান থেকে আমার একদম ভালো লাগছে যা তুই ..." বলে ঠেলে সরিয়ে দিলো প্রতীমকে অভীক । মনে ক্ষোভ নিয়ে প্রতীম চলে গেলো ।

হায় হায় একি করলাম, প্রতীম কে কেন মারলাম ? শ্রুতির বিদায়ের কথা শুনে এতো ক্ষেপে গেলাম কেন? শ্রুতিকে গত

তিন দিন না দেখে মনে এতো অস্থিরতা লাগে কেন? শ্রুতি কে অপ্রস্তুতিতে ফেলার জন্যেই তো এতো কিছু করলাম। শ্রুতির সাথে এমন টা করা ঠিক হয়নি, ওর কাছে ক্ষমা চাইতে হবে। একা বসে মনে মনে হাজার ভাবনা ভাবতে লাগলো অভীক। নিজেকে সব চেয়ে বড় দোষী মনে হল অভীকের।

—তনুদীপ ঘোষ
—দ্বাদশ শ্রেণী
—ক্রমিক সংখ্যা ০২
—বিজ্ঞান বিভাগ